# সাপ্তাহিক মুক্তকাল

ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে








জামালপুর ॥ রবিবার ৩১ আগস্ট ২০২৫ ॥ ১৬ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ॥ ০৭ রবিঃ আউয়াল ১৪৪৭ হিজরী ॥ জে.এম.নং : ০৫.৪৫.৩৯০০.০১৫.১৭.০০৪.২৫.৬৯৩ ॥ বর্ষ-১ ॥ সংখ্যা-৫ মূল্য ৫ টাকা




## সরিষাবাড়ীতে ফরিদুল কবির তালুকদার শামীমকে সংবর্ধনা

**সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি**

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে টানা তৃতীয়বারের মতো জেলা বিএনপির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় ফরিদুল কবির তালুকদার শামীমকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার পোগলদিঘা ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে বয়ড়া ইসরাইল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সংবর্ধিত অতিথি জেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদুল ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

# নিপীড়ন-নির্যাতন-মামলা দিয়েও বেগম জিয়াকে নীতিচ্যুত করা যায়নি : রিজভী

**স্টাফ রিপোর্টার**



নিপীড়ন-নির্যাতন-মামলা দিয়েও বেগম জিয়াকে নীতিচ্যুত করা যায়নি বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী।

তিনি বলেন, ৯ বছরের আপোষহীন সংগ্রামের পরও ১৬ বছর ধরে শেখ হাসিনার নিপীড়ন, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলার মাধ্যমে বেগম খালেদা জিয়াকে তার নীতি থেকে টলাতে পারেনি। একটি ভাঙা ধ্বংসস্তূপে পরিণত কারাগারের মধ্যে বেগম খালেদা জিয়াকে বন্দি করে রাখা হয়। তবুও তিনি তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি বলেন, তারেক রহমান গণতন্ত্র, রাজনীতি ও মানবসেবার প্রশ্নে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাচ্ছেন, সেটি আমাদের অনেকের কাছেই অনুকরণীয়।

বুধবার (২৭ আগস্ট) বিকেলে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল মাঠে আয়োজিত 'গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের পরিবারকে চিকিৎসা সহায়তা ও অটোরিকশা প্রদান' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে 'আমরা বিএনপি পরিবার'-এর উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, 'আমরা বিএনপি পরিবার' এটি তৈরি করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিএনপির প্রতি সমর্থন রাখা সাধারণ জনগণকে ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



## বকশীগঞ্জে 'জুলাই পুনর্জাগরণ' উপলক্ষে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী

**মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা**

জামালপুরের বকশীগঞ্জের হাসিনা গাজী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে জেলা তথ্য অফিস জামালপুর এর আয়োজনে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে 'জুলাই পুনর্জাগরণ-২০২৫' উপলক্ষে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী।

বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর ২টায় বিদ্যালয়ের হলরুমে আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: আব্দুল মতিন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী শিক্ষক মাওলানা আখতারুজ্জামান, ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

# ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে সাবেক শিবির নেতাকে মামলায় জড়ানোর অভিযোগ

**স্টাফ রিপোর্টার**

মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন ১ নং চরপাকেরদহ ইউনিয়নের গোদাশিমুলিয়া গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে মোখলেছের বিরুদ্ধে তারই সমিতির পার্টনার মমিনুর রহমানকে মামলায় জড়ানোর অভিযোগ উঠেছে। জানা যায়, বর্তমানে এনসিপিতে সক্রিয় এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চরপাকেরদহ ইউনিয়ন শাখার সহ-সম্পাদক মোখলেছ সবুজ কুড়ি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির পরিচালক মমিনুর রহমানের বিরুদ্ধে চেক ডিজঅনার মামলা করেন। সেই মামলায় গত ২৮ আগষ্ট বিকালে গুনারীতলা ইউনিয়নের গোপালপুর বাজার থেকে মমিনুর রহমানকে গ্রেফতার করে মাদারগঞ্জ মডেল থানা পুলিশ। শুক্রবার (২৯ আগষ্ট) দুপুর ২ টার দিকে মমিনুর রহমানকে জামালপুর কোর্টে পাঠানো হলে সেদিনই স্পেশাল বেঞ্চে তার জামিনের আবেদন করলে জামিন মঞ্জুর করে আদালত। আসামী পক্ষের আইনজীবী হিসেবে মামলাটি পরিচালনা করেন এড. আব্দুল্লাহ আল মতি। জামিনে মুক্ত হওয়া মমিনুর রহমানের কাছে ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



মোখলেছ



মমিন



## জামালপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় ওয়ারেস আলী মামুনকে অভিনন্দন

**জামালপুর শহর প্রতিনিধি। সাইদুর রহমান**

টানা চতুর্থবারের মতো জামালপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এডভোকেট শাহ মোঃ ওয়ারেস আলী মামুন। এ উপলক্ষে ব্রহ্মপুত্র ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

# ভ্রমণ : বগি নং 'ক'

দুই বছর আগের মার্চ মাসের কোন একদিনের কথা। যে ট্রেনে ভ্রমণের কথা তার নাম আন্ত:নগর তিস্তা এক্সপ্রেস। জয়দেবপুর থেকে ছেড়ে যায় সাড়ে আটটার দিকে। বাসা থেকে এক ঘন্টা লাগে স্টেশনে পৌঁছতে। সকালে ব্যাগ গোছাতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ট্রেন পাব না বলে ট্রেনের আশা ছেড়ে অফিসে ঢুকে গেলাম, ভাবলাম বাসে যাব পরে। আরো ঘন্টা দেড়েক পড়ে কি মনে করে ট্রেনের খোঁজ নিয়ে চক্ষু ছানাবড়া। ট্রেন এখনো ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। সিদ্ধান্ত বদলিয়ে চললাম স্টেশনে। বেশ কিছুক্ষণ দাড়িয়ে দেখা মিলল ট্রেন। চড়ে বসলাম। বগি নাম্বার "ক"।



গফরগাঁও থেকে আমার সিট। এর আগে বাকি পথের জন্য স্ট্যান্ডিং টিকেট। 'ক' শেষের বগি। খাবার গাড়ি। খাবার গাড়িতে বসা অনেক লোক। এখানে কেউই খেতে আসেননি। বসতে এসেছেন। খাবার গাড়ির দায়িত্বে থাকা রেল কর্মকর্তারা বেশ আন্তরিক। কিছু টাকা হাতে গুজে দিলেই খাবারের টেবিলে আপনাকে বসিয়ে পৌঁছে দেবে গন্তব্যে। তাদের এমন আন্তরিকতার কথা আমার জানা। তারা আছে বলেই আমরা টিকেট না পাওয়া লোকজন মাঝে মধ্যে খাবার গাড়িতে বসে যেতে পারি, দাঁড়িয়ে যেতে পারি নির্বিঘ্নে। জাতির অনেকেই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আমিও কোনদিন যদি এমন অবস্থায় পড়ি তবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করার নিয়ত মনে মনে এন্তেজাম করে রেখেছি। কাজেই তাদের বিষয়ে কোনরুপ বিরুপ ধারণা থেকে বিরত থাকি সবসময়।

আমার সিট নাম্বার ১৫। তাতে বসে আছেন এক দম্পতি। তারা নেমে যাবেন গফরগাঁও, আমি বসব তারপর। এরই মধ্যে ট্রেনের কামড়া দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তা জানতে চাইলেন গফরগাঁয়ের আগের অংশের জন্য টিকেট আছে কি'না। আছে শুনে মনে হল একটু ▶▶ ২ এর পাতায় দেখুন



## জাবিপ্রবিতে ইইই বিভাগের নবীনবরণ

**জাবিপ্রবি প্রতিনিধি**

জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবিপ্রবি) ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) দুপুর ১২টায় একাডেমিক ভবনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

# পাকা তাল খাওয়ার উপকারিতা

**স্বাস্থ্য ডেস্ক**

বাংলার গ্রামাঞ্চলে ভাদ্রমাস এলে পাকা তালের সুগন্ধে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। তালের পিঠা, তালের বড়া, তালের খির – এসব যেন আমাদের ঐতিহ্যবাহী খাদ্য সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুধু স্বাদেই নয়, পাকা তাল পুষ্টিগুণেও সমৃদ্ধ। এটি স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।



পাকা তালের উপকারিতা:

১. উচ্চ পুষ্টিমান:
পাকা তালে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি ও সি, পাশাপাশি ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ফসফরাস। এসব উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

২. জীবনশক্তি বৃদ্ধি করে:
তাল প্রাকৃতিক চিনি সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। যারা শারীরিক পরিশ্রম করেন, তাদের জন্য এটি বিশেষ উপকারী।

৩. হজমে সহায়ক:
পাকা তালে থাকা প্রাকৃতিক ফাইবার হজমে সহায়তা করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে।

৪. গরমে শীতলতা আনে:
তাল শরীরের অভ্যন্তরীণ উত্তাপ কমিয়ে প্রশান্তি দেয়। বিশেষ করে গরমকালে এটি শরীরকে ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে।

৫. চর্মরোগ প্রতিরোধে উপকারী:
তালের মধ্যে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান ত্বকের জন্য ভালো। এটি ত্বককে উজ্জ্বল করে এবং বিভিন্ন চর্মরোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

৬. ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপযোগী:
যথোপযুক্ত পরিমাণে খাওয়া হলে তাল রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

পাকা তাল শুধু একটি মৌসুমি ফল নয়, বরং এটি আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এক মূল্যবান প্রাকৃতিক উপহার। এর সঠিক ব্যবহারে শরীর ও মন উভয়ই চাঙ্গা থাকে। তাই পুষ্টিকর এই ফলকে নিয়মিত খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত।

## জামালপুরে জেলা জামায়াতের উদ্যোগে গণসংযোগ কর্মসূচি পালিত

**সাইদুর রহমান, জামালপুর শহর প্রতিনিধি**

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে জামালপুরে গণসংযোগ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) আসরের নামাজের পর শহরের হিলফুল ফুজুল ট্রাস্ট কার্যালয় থেকে কর্মসূচি শুরু হয়। গণসংযোগে নেতৃত্ব দেন জামায়াতে ইসলামীর জামালপুর জেলা আমীর ও সদর-৫ আসনের মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী মাওলানা আব্দুস সাত্তার। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ৩ নম্বর ওয়ার্ড আমীর কামরুল হাসান মাসুম, ৪ নম্বর ওয়ার্ড আমীর জিয়াউল কবির জিয়াসহ ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ। এ সময় লিফলেট বিতরণ ও হ্যান্ড মাইক ব্যবহার ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



## নকলায় বিএনপির ২৪ কর্মীর জামায়াতে যোগদান

**স্টাফ রিপোর্টার**

শেরপুরের নকলা উপজেলার চন্দ্রকোনা ইউনিয়নের বিএনপির ২৪ জন নেতা-কর্মী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন। এ উপলক্ষে এক সংবর্ধনা ও সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় ইউনিয়নের রাজলক্ষী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী ও জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ফয়জুর রহমান ফিরোজ। তার ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



## সরিষাবাড়ীতে জামায়াতের রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত

**কবীর আহমেদ, সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি**

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরিষাবাড়ী উপজেলা শাখায় বিশেষ রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগষ্ট) বিকাল সাড়ে তিন টায় আরামনগর কামিল মাদ্রাসা মিলনায়তনে এ রুকন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা আমীর ইন্জিঃ মাসুদুর রহমান দুলাল এর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন



## শেরপুরে পলিটেকনিক ভর্তি পরীক্ষার্থীদের ছাত্রশিবিরের সহায়তা প্রদান

**কে এম আহসান, শেরপুর: প্রতিনিধি**

২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শেরপুরে হেল্প ডেস্ক স্থাপন করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা। আজ শুক্রবার (২৯ আগস্ট) ▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন





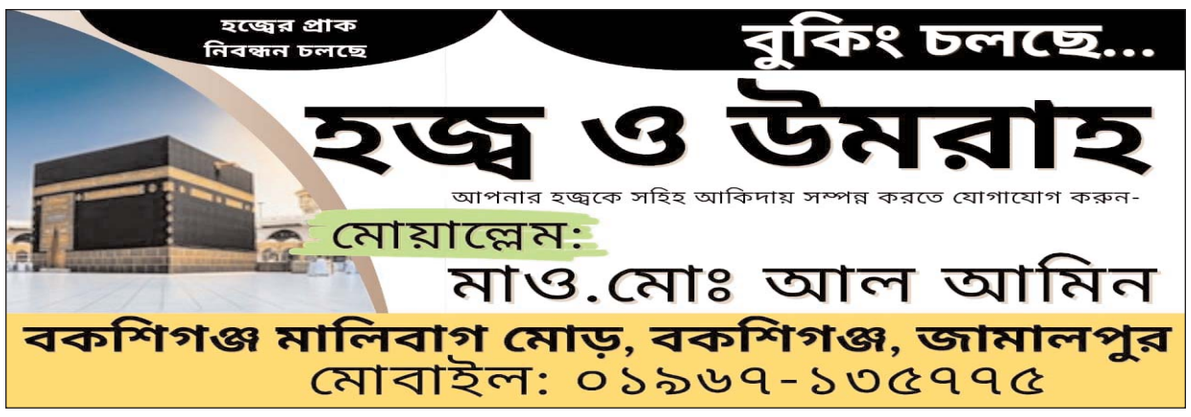


# সাপ্তাহিক মুক্তকাল

ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে

জামালপুর ॥ রবিবার ৩১ আগস্ট ২০২৫ ॥ ১৬ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ ॥ ০৭ রবিঃ আউয়াল ১৪৪৭ হিজরী ॥ জে.এম.নং : ০৫.৪৫.৩৯০০.০১৫.১৭.০০৪.২৫.৬৯৩ ॥ বর্ষ-১ ॥ সংখ্যা-৫









## জাবিপ্রবির 'জুলাই স্মৃতি ফুটবল' টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল শুরু ২৭ জুলাই

**জাবিপ্রবি প্রতিনিধি**

জুলাই বিপ্লবের স্মরণে জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবিপ্রবি) শুরু হয়েছে 'জুলাই স্মৃতি ২০২৪ আন্তঃবিভাগ ফুটবল টুর্নামেন্ট'।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতটি বিভাগের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বের খেলা শেষ হয়েছে এবং সামনে শুরু হচ্ছে সেমিফাইনালের উত্তাপ।

টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব শেষে দুই গ্রুপ থেকে চারটি দল জায়গা করে নিয়েছে সেমিফাইনালে।

গ্রুপ 'এ' থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও গণিত বিভাগ, অন্যদিকে গ্রুপ 'বি' থেকে জায়গা করে নিয়েছে সমাজকর্ম বিভাগ ও ফিশারিজ বিভাগ। সেমিফাইনাল পর্বের সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৭ জুলাই প্রথম সেমিফাইনালে ব্যবস্থাপনা বিভাগ মুখোমুখি হবে ফিশারিজ বিভাগের এবং ২৮ জুলাই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে

▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন

# সরিষাবাড়ীতে ডিঙ্গি নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

**সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি**



জামালপুরে সরিষাবাড়ীতে চর ধারাটা যুব সমাজের উদ্যোগে গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ডিঙ্গি নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকালে উপজেলার সাতপোয়া ইউনিয়নের চর ধানাটা (পশ্চিমপাড়া) বরইতলা এলাকার সুবর্ণাখালী নদীতে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন এ প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন। পরে পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও জেলা সেক্রেটারি এড. মোঃ আব্দুল আওয়াল, উপজেলা বিএনপির সদস্য রুহুল আমিন সেলিম, উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক আল আমিন মিলু, উপজেলা জামায়াতের আমীর ইঞ্জি. মাসুদুর রহমান দুলাল, পৌর বিএনপির তথ্য, গবেষণা ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক সেলিম রেজা, পৌর ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, আরামবাজার বাজার বণিক সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম রঞ্জু, সাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম ঝরু, আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশনের সরিষাবাড়ী উপজেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক শামীম হোসাইন সোহেল প্রমুখ।

প্রতিযোগিতার ধারাভাষ্যে ছিলেন শহীদ ক্যাডেট স্কুলের পরিচালক ইসমাইল হোসেন।

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ওদাদা নাছির দল, বাঘমারা এবং

▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন




## মাদারগঞ্জে এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুধী সমাবেশ

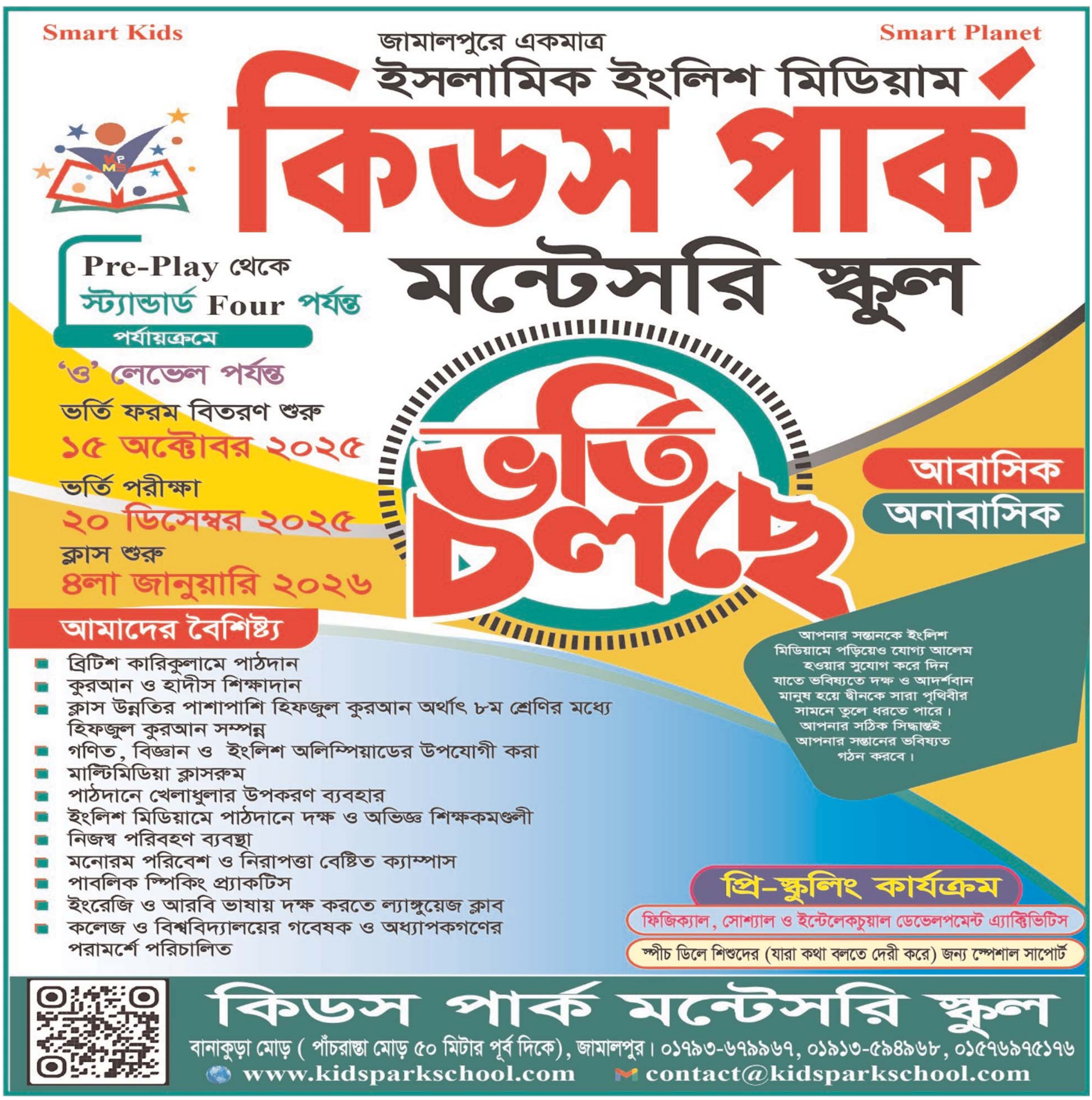
**মাদারগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি**

জামালপুরের মাদারগঞ্জে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকাল ৫টায় উপজেলার ৫ নং জোড়খালী ইউনিয়ন জাহানারা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

৫ নং জোড়খালী ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌসের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন চর গোলাবাড়ি ৫ নং ইউনিয়ন জাহানারা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব রওশন আলী সরকার । উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান

▶▶ ৩ এর পাতায় দেখুন




উপদেষ্টা সম্পাদক- নয়ন আসাদ, সম্পাদক-মোহাম্মদ আলী, নির্বাহী সম্পাদক- আতিকুর রহমান, সাহিত্য সম্পাদক- আমিনুল ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক- আব্দুল হালিম। মুক্ত মিডিয়া ইনিশিয়েটিভের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক বানাকুড়া মোড় জামালপুর থেকে প্রকাশিত ও শিহাব অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, জামালপুর থেকে মুদ্রিত, বার্তা-বাণিজ্য ও সম্পাদকীয় কার্যালয়- বানাকুড়া মোড়, জামালপুর-২০০০, মোবাইল-০১৭৯৩৬৭৯৯৬৭,
বিজ্ঞাপনের জন্য- ০১৮৭৭৪৪৩৩১৪, ই-মেইল: muktokal@gmail.com, Web: www.muktokal.com

## সম্পাদকীয়

# গুম প্রতিরোধ আইন-অতীতের দায় মেটাতে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

বাংলাদেশে গুমের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন বহুদিন ধরে আলোচিত। দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে বিষয়টি নিয়ে যে উদ্বেগ বিরাজ করছে, তা মোকাবিলা এবং জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতেই সরকার 'গুম প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সুরক্ষা অধ্যাদেশ-২০২৫'-এর খসড়া প্রণয়ন করেছে। খসড়াটিতে গোপন আটককেন্দ্র বা 'আয়নাঘর' স্থাপন ও ব্যবহারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঘোষণা এবং গুমের মতো অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডসহ কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। খসড়ায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে-রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, জরুরি অবস্থা কিংবা যেকোনো অজুহাতে গুম করা যাবে না। সরকারি বা বেসরকারি, সামরিক বা বেসামরিক-যে-ই এ অপরাধে জড়িত থাকুক না কেন, তাঁকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। এমনকি কারও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পরও যদি প্রমাণিত হয় যে তিনি গুমের শিকার, তবে সংশ্লিষ্টদের দায় বহন করতে হবে। এ ছাড়া সাক্ষ্য-প্রমাণ বিনষ্ট বা গোপন করার চেষ্টাও আলাদা অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অধ্যাদেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হলো, গুমের তদন্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নয়, বরং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন করবে। এতে তদন্তের নিরপেক্ষতা রক্ষার চেষ্টা স্পষ্ট। একই সঙ্গে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে অভিযোগ গঠনের ১২০ দিনের মধ্যে বিচার শেষ করার বাধ্যবাধকতা রাখা হয়েছে। এতে বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘসূত্রতায় ভুগবে না, এমন প্রত্যাশা করা যায়। খসড়ায় ভুক্তভোগী ও তাঁদের পরিবারের জন্য পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ ও আইনগত সহায়তার নিশ্চয়তাও দেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা নিঃসন্দেহে মানবিক উদ্যোগ। গুম হওয়া ব্যক্তির সম্পত্তি ব্যবহার বা হস্তান্তর নিয়েও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে তাঁদের পরিবার অন্তত দৈনন্দিন জীবনে টিকে থাকতে পারে। এই উদ্যোগের পেছনে আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিও বড় ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশ সম্প্রতি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ (জোরপূর্বক গুম প্রতিরোধ বিষয়ক)-এ অংশ নিয়েছে। সংবিধানে সংরক্ষিত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার কার্যকর করতে এই আইন প্রণয়ন জরুরি হয়ে উঠেছিল। ফলে অধ্যাদেশটি শুধু রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। তবে আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়; বাস্তবে প্রয়োগই আসল চ্যালেঞ্জ। অতীতের বহু ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে, ক্ষমতাসীন শক্তির আশ্রয়ে দায়ীরা রেহাই পেয়েছে। এবার যদি সেই ধারা বজায় থাকে, তবে আইন কতই না শক্তিশালী হোক, আস্থা ফেরানো সম্ভব হবে না। তদন্তে মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা, বিচার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাবমুক্তি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহি নিশ্চিত করলেই কেবল এই আইন কার্যকর হবে। সুতরাং, গুম প্রতিরোধ আইন কেবল একটি আইনি উদ্যোগ নয়-এটি আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের নৈতিক দায় মেটানোর প্রচেষ্টা।

# শিশু-কিশোরদের নজরুল

## সামিয়া তাবাসসুম

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের সাহিত্য আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁকে আমরা বিদ্রোহী কবি বলে জানি, কিন্তু তিনি কেবল বিদ্রোহের কবি নন–তিনি ভালোবাসা, মানবতা, সাম্য ও স্বাধীনতার কবি। তাঁর সাহিত্য শিশু-কিশোরদের জন্যও সমানভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক। আজকের প্রজন্ম, যারা আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ে তুলবে, তাদের চরিত্র ও মানস গঠনে নজরুল হতে পারেন পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা।

শিশুদের সরলতা, হাসি ও দুষ্টুমিকে নজরুল অসাধারণভাবে রূপ দিয়েছেন কবিতায়। "লিচু-চোর", "খুকুমণির ছড়া", "খুকি ও কাঠবিড়ালি"–এসব কবিতায় শিশুদের প্রাণচাঞ্চল্য, কৌতূহল ও খেলার জগৎ ধরা পড়েছে। ফলে শিশুরা যেমন আনন্দ খুঁজে পায়, তেমনি ভাষা ও কল্পনাশক্তিও বিকশিত হয়। কিশোর বয়সেই গড়ে ওঠে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের ভিত। এই বয়সে নজরুলের কবিতা তরুণ হৃদয়ে জাগায় সাহস ও দেশপ্রেম। "চল চল চল, ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল" কিংবা "কারার ঐ লৌহকপাট" কিশোরদের রক্তে জাগিয়ে তোলে মুক্তির অগ্নিশিখা। তাঁর কবিতা শেখায়–অন্যায়ের সামনে মাথা নোয়ানো নয়, বরং প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর হয়ে দাঁড়ানোই জীবনের আসল মর্যাদা।

নজরুল ছিলেন অসাম্প্রদায়িকতার অগ্রদূত। তাঁর উচ্চারণ–

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান

আজও প্রাসঙ্গিক। শিশু-কিশোররা যদি এই সাম্যের শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করে, তবে তারা গড়ে তুলতে পারবে বৈষম্যহীন সমাজ, ভ্রাতৃত্বের বাংলাদেশ।

একইসঙ্গে নজরুল শেখান কর্মের মর্যাদা। তাঁর "কাজ" কবিতায় উচ্চারণ–

"কাজেই কেবল জ্বলবে প্রাণ,
কাজেই কেবল পাবে মান।চ

এই বাণী শিশু-কিশোরদের কর্মনিষ্ঠ, দায়িত্বশীল ও আত্মমর্যাদাবান মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে উদ্বুদ্ধ করে।

আজকের শিশুরা প্রযুক্তি-নির্ভর যুগে বড় হচ্ছে। তারা অনেক সময় ভোগবাদী সংস্কৃতির মোহে হারিয়ে যায়। এ অবস্থায় তাদের সুস্থ সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও মানবিকতায় ফিরিয়ে আনতে নজরুলের সাহিত্য অপরিহার্য। বিদ্যালয়, পাঠচক্র ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নজরুলের কবিতা ও গানকে নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত করা গেলে শিশু-কিশোরদের মানস গঠনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

নজরুল শুধু পড়ার কবি নন, তিনি অনুশীলনের কবি। তাঁর গান গাওয়া, কবিতা আবৃত্তি করা কিংবা নাট্যরূপে মঞ্চায়ন শিশু-কিশোরদের আত্মবিশ্বাস জাগাবে, সৃজনশীলতা বাড়াবে। একই সঙ্গে তাদের ভেতরে গড়ে উঠবে মানবিকতা, দেশপ্রেম ও সাম্যের বোধ।

আমরা যদি চাই আগামী প্রজন্ম হোক সৃজনশীল, নৈতিকতাসম্পন্ন ও দেশপ্রেমিক, তবে শিশু-কিশোরদের নজরুলের আলোয় আলোকিত করা ছাড়া বিকল্প নেই। নজরুলের কাব্য ও গান হবে তাদের মুক্তির গান, তাদের স্বপ্নের আলো।

ইসিডি শিক্ষক, কিডস পার্ক মন্টেসরি স্কুল, জামালপুর

# জাপানে উচ্চ শিক্ষা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার



## ইমদাদুল হক (বিবিএ,এমবিএ)

বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ,উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে কি অর্জন করতে চান সেটা নির্ধারণ করতে হবে। এছাড়াও পছন্দের দেশ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা, আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ সহ ভিসা আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ডকুমেন্টস সংগ্রহ করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষার্থীদের পছন্দের দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাজ্য,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া থাকলেও বর্তমানে বিশ্বের প্রথম সারির অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগতভাবে শক্তিশালী দেশ জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রি পুরো দুনিয়া জোড়ে সাড়া ফেলেছে। বাংলাদেশের মেধাবী স্বপ্নবাজ শিক্ষার্থীগন যারা উচ্চ শিক্ষা অর্জন ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য স্বপ্ন দেখছেন জাপান কে পছন্দের তালিকায় রাখতে পারেন।মনে রাখবেন,

আপনার পছন্দের দেশ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং কোর্স নির্বাচন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই চোখ-কান খোলা রাখতে হবে কারণ প্রতিটি দেশের ভিসা প্রক্রিয়া ভিন্ন হয়, তাই এটি গুরুত্বপূর্ণ।

অধিকাংশ দেশে পড়াশোনার জন্য নির্দিষ্ট ভাষার দক্ষতা প্রমাণ করতে হয় (যেমন ইংরেজি বা অন্যান্য ভাষা)। জাপানের ক্ষেত্রে IELTS বা TOEIC প্র?্যাক্টিস করতে পারেন অথবা জাপানিজ ভাষা কোর্সে আসতে পারেন। ভাষা কোর্স সম্পন্ন করে পরবর্তীতে কাংখিত বিশ্ববিদ্যালয়ে কাংখিত কোর্স সম্পন্ন করে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়তে পারেন।

নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবেদন করুন। এবং অফার লেটার বা এলিজিবিলিটি(Eligibility) পেপার সংগ্রহ করুন কারণ Eligibility paper ভিসার জন্য অপরিহার্য।

মনে রাখবেন, ভিসার জন্য আবেদন করার সময় আপনার আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণপত্র দেখাতে হবে, যা প্রমাণ করে আপনি পড়াশোনার খরচ চালাতে পারবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্র, ভালো রেজাল্ট, স্টাডি প্ল্যান, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস সংগ্রহে রাখবেন।

অন্যান্য দেশের ন্যায় জাপানের ক্ষেত্রেও ভিসা সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয়, যেখানে ভিসা কর্মকর্তাকে আপনার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার বিষয়ে নিশ্চিত করতে হয়।

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পড়াশোনার খরচ, টিউশন ফি এবং জীবনযাত্রার খরচ সম্পর্কে বিস্তারিত জানুন। স্কলারশিপের (বৃত্তি) সুযোগ সম্পর্কে খোঁজ নিন, যা আপনার উচ্চশিক্ষা খরচ কমাতে সাহায্য করতে পারে।

আপনার নির্দিষ্ট পছন্দ ও লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে আরও বিশদ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর দূতাবাস বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। বিদেশে পড়াশোনার মাধ্যমে উন্নত মানের শিক্ষা এবং একটি বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলুন সেই প্রত্যাশায় করছি। শুভকামনা সবসময় সবার জন্য।

**ইমদাদুল হক (বিবিএ,এমবিএ)**
একাউন্ট এক্সিকিউটিভ, আলবিজ জাপান,নাগানো,
জাপান।

# শেরপুরে প্রচার মিডিয়া দায়িত্বশীলদের নিয়ে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

**কে এম আহসান , শেরপুর জেলা প্রতিনিধি**

ডিজিটাল নিরাপত্তা এখন আর কেবল প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের বিষয় নয়, সাংবাদিকতা ও অধিকার রক্ষার সঙ্গেও এটি গভীরভাবে জড়িত। এই বার্তা সামনে রেখে আজ শনিবার (৩০ এ আগষ্ট) দুপুর ৩ টা সময় শেরপুর সদরের পৌরসভার নেক্সাস পাবলিক স্কুলে ' বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আয়োজনে ' ঘন্টা ব্যাপী সাংবাদিক কর্মীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন স্থানীয় সংবাদপত্র, ও অনলাইন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে কাজ করা তরুণ সাংবাদিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা।এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ রাশেদুল ইসলাম, শেরপুর-১ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা মোঃ হাফিজুর রহমান, আমীর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী শেরপুর জেলা,পৌর সেক্রেটারি ডা: হাসান হাসানুজ্জামান সহ অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। কর্মশালাটি প্রভাষক জাহিদ আনোয়ারের সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মোঃ নুরুল আমীন, আমীর শেরপুর পৌরসভা । তিনি বলেন,এ কর্মশালাটি নির্বাচনী প্রচারণা ও মিডিয়া ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয় যাতে মিডিয়াকর্মীরা নির্বাচনী কার্যক্রমে আরও দক্ষক্ষ হয়ে উঠতে পারেন।প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাফেজ রাশেদুল ইসলাম বলেন, "নির্বাচনী প্রচারণা এবং সমাজের ভাল কাজগুলো নির্বিঘ্নে যেন মিডিয়ায় প্রচার করতে পারেন এবং কর্মশালাটির ব্যবস্থাপনার বিষয় নিয়েও তিনি গুরুতপূর্ণ আলোচনা করেন। কর্মশালায় নির্বাচনী প্রচারণায় আধুনিক প্রযুক্তি, যোগাযোগ কৌশল এবং মিডিয়া ব্যবহারের নানা দিক আলোচনা করা হয়।

# জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতি

## ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব

২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থান একক কোনো দল বা নেতৃত্বে সংঘটিত হয়নি। সর্বস্তরের জনতার সক্রিয় অংশগ্রহণে যে আন্দোলনের ঢেউ ওঠে তাতে শঙ্কিত হয়ে শেখ হাসিনা, তার পুরো সরকার ও দলীয় নেতৃত্ব পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সন্দেহ নেই, ছাত্ররা আন্দোলন সংগঠিত করেছেন এবং এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেখানেও কোনো একক ছাত্রসংগঠন ছিল না। ফ্যাসিবাদবিরোধী সব দল ও মত এক হয়ে দেশের স্বার্থে জীবন ও রক্ত দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছে; কিন্তু সম্মুখ সারিতে ছিল না। ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থান যখন সফল হলো তখন পরবর্তী রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণে কেউ প্রস্তুত ছিল না। ছাত্ররা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে অনুরোধ জানিয়েছেন সরকার গঠনে নেতৃত্ব দিতে। দৃশ্যত দেশে তিন দিন কোনো কার্যকর সরকার ছিল না। তবে রাষ্ট্রপতি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বহাল থাকলেও পুলিশ বাহিনী ছিল প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায়। আশার কথা, এরূপ পরিস্থিতিতে দেশে একটি অরাজকতা দেখা দিতে পারত; কিন্তু বড় ধরনের কোনো বিপর্যয় ঘটেনি। উল্লেখ করার মতো হত্যাকাণ্ডও ঘটেনি।

সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি ১৬ বছর ধরে রাজপথে ছিল; তারা বহু নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। কিন্তু দলটির নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বড় কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেননি এবং জনগণকেও সম্পৃক্ত করতে পারেননি। তারা ভেবেছিলেন ছাত্রদের আন্দোলনও হয়তো বিশেষ কোনো ফল বয়ে আনবে না। যে কারণে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তখন বলেছিলেন, ছাত্রদের আন্দোলনের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। সেই ছাত্ররা যখন আন্দোলনের মহাপ্লাবন সৃষ্টি করলেন, তখন যে আপামর জনতা তাতে শামিল হলেন তার মধ্যে বিএনপির নেতাকর্মীরাও যোগ দেন এবং কেউ কেউ জীবন দেন। সবচেয়ে বড় বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বেও বিএনপি যে সময়মতো আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এবং কৃতিত্ব নিতে ব্যর্থ হলো তা দলটির মর্যাদার সাথে যায়নি। অবশ্য তারা ড. ইউনূসের সরকারকে সমর্থন দিয়ে আন্দোলনের অংশীদার হওয়ার সারিতে স্থান করে নেয়। তারা যুক্তিসঙ্গতভাবে ধরে নিয়েছিল, আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপির প্রতি মানুষের ভালোবাসা জাগ্রত আছে এবং দ্রুত নির্বাচন হলে তারা সহজে বিজয় লাভ করবে। সে কারণে মহাসচিব ও দলের অন্য নেতারা শুরু থেকে অনতিবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে আসছিলেন।

অভ্যুত্থান-পরবর্তী বিএনপির একমাত্র এজেন্ডা হচ্ছে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান। তবে জুলাই অভ্যুত্থানে যে হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল তার বিচার এবং রাষ্ট্র সংস্কারের ধারণা যখন বিপুল জনপ্রিয়তা পায় তখন বিএনপি সেটিকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তারা প্রথম দিকে কিছুটা উন্নাসিকতা প্রকাশ করলেও ক্রমান্বয়ে তা মেনে নেয়। অন্তর্বর্তী সরকার যখন প্রায় ডজনখানেক সংস্কার কমিশন গঠন করে এবং তারা নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন দাখিল করে তখন সংস্কারের বিষয়টি বেশ প্রাধান্য পায়। বিএনপি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, সংস্কার প্রক্রিয়ায় নিজেদের সম্পৃক্ত করে এবং তাদের অভিমত প্রকাশ করে। তবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেভাবে প্রকাশিত হয় তাতে এটি মনে করা যেতে পারে, তারা আশা করছেন, নির্বাচনে তারা জিতবেন এবং সরকার গঠন করে পরবর্তী সংসদে সংস্কারের বিষয়গুলো দেখবেন। তারা চাচ্ছেন, সংস্কার যতটুকু হবে তাদের হাতে নিজেদের মতো হতে হবে। বিভিন্ন সংস্কার ইস্যুতে তাদের নোট অব ডিসেন্ট থেকে এটি আরো পরিষ্কার হয়। বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে যে চাঁদাবাজি ও দখলবাজির অভিযোগ উঠেছে, তা তাদের ইমেজ বেশ ক্ষুণ্ন করেছে। এটি ভোটের ক্ষেত্রে কতটুকু প্রভাব ফেলবে তা এখন বলা সম্ভব নয়।

গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাজনীতিতে জামায়াতে ইসলামী বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে বেগবান করতে কৌশল নির্ধারণ ও জনশক্তি সরবরাহে ইসলামী ছাত্রশিবির যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার বড় প্রমাণ হলো শেখ হাসিনা এবং তার সরকার বুঝতে ও জানতে পেরেছিল যে, আন্দোলনের নেপথ্যে জামায়াত ও ছাত্রশিবির সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। আর সে কারণে শেষ মুহূর্তে শেখ হাসিনার সরকার এ দুটো সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের প্রতিবেদনেও তা উঠে এসেছে। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী নেতারাও তা অকপটে স্বীকার করেছেন।

# জলের আড়ৎ

## শওকত

জলের আড়ৎ বইছে বুকে
ধারে বালুর চর,
ঝিলমিলিতে মুক্তো ছড়ায়
হালকা ঘাসের পর,
সুরুজের ঝাপসা ছবি
ভাসে পানির ভেতর।
নতুন পানির আগমনে
কীটদের নাচানাচি,
জলবাবুরা খাচ্ছে তাদের
থাকছে কাছাকাছি।
গুহা থেকে প্রভাতে তারা
বেরুয় খাবার খোঁজে,
দলবেঁধে শিকার করে
আবার নিজে নিজে।
দস্যু এসে খাবার লোভে
ফেলায় তাদের ফাঁদে,
খালইপুরে নেয় পাষাণরা
বাবুরা কাঁদে আর কাঁদে।
প্রাণের ভয়ে ঝিনুকরা সব
পানির তলে যায়,
চ্যাপ্টা চঞ্চুয়ালার দল
তাদের সেই খানেতেই খায়।
পুঁটির ঝাঁকে হাঁটতে থাকে
ফিরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে,
দস্যু বক ডুব দিয়ে
মাকে নিয়ে যায় চলে।
মায়ের শোকে পুঁটির দল কেঁদে ভাসায় বুক,
পাড়ার বাবুর স্বান্তনাতে ঘুঁচেনা তাদের দুখ।
এতিম জলবাবুরা মা হারিয়ে
চিৎকার করে কাঁদে,
আকাশ বাতাস শান্ত যেন
জলবাবুদের আর্তনাতে,
বিধাতা কেন মোদের জলে পাঠালেন,
রাখলেন না কেন চাঁদে?
খানিকবাদে ভাবিয়া কয়
পাখা ত মোদের নাই,
পানির বাবু হয়ে কেমনে
চাঁদে যেতে চাই?
এই ত স্রষ্টার লীলা
বোঝার উপায় নাই।।

শিশু সংগঠক।

# ভ্রমণ : বগি নং 'ক'

খারাপই লাগল তার। না থাকলে হয়তো আমি বিশ টাকার নোট গুজে দিতাম হাতে, তাতে আমার খরচ হত পাঁচ ভাগের এক ভাগ, দায়িত্বে থাকা এটেনড্যান্ট পেতেন বিশ টাকা। দুজনের লাভ হত, আর রেলগাড়িতে আমি না চড়লেও যেহেতু ট্রেন তার গন্তব্যে যেতই- কাজেই রেলওয়েরও সেভাবে লস হওয়ার কারন ছিল না। আমার ওইটুকু পথের জন্য স্ট্যান্ডিং টিকেট আসলে একটি লস প্রজেক্ট!

এইসব অ্যাটেনডেন্টদের অবশ্য টিকেট দেখার কাজ না। কিন্তু রেলওয়ের টিকেট চেক করার প্রতি তাদের আন্তরিকতার কথাও আমাদের সবার জানা। দায়িত্ব না হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই দায়িত্ব পালনে উৎসাহ উদ্দীপনার কমতি থাকে না। এতে ঝাঁড়ফুক দিয়ে যাত্রীদের পকেট থেকে কিছু টাকা স্থানান্তরিত হয়ে তাহাদের পকেটস্থ হয়। সব যাত্রীরা দেখেন, সব যাত্রীরা শুনেন। কেউ কিছু বলেন না। কারণ যাত্রী সাধারণ জানেন এইসব বলে কোন লাভ নেই, প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। কারন এখানে এটাই সিস্টেম। সিস্টেমের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে নিজেই সিস্টেম হওয়ার ঝুঁকি নিতে কারই বা আগ্রহ থাকার কথা?

যা-ই হোক, আমি খাবার বগির দরজায় নক দিলাম, বন্ধ করা দরজা। খাবার নেব এমন ইশারা করায় একজন খুলে দিলেন। রেলওয়ের নাস্তার প্যাকেটের কাটলেট আমার ভীষণ প্রিয়। তবে এদের চিকেন সবসময়ই জঘন্য। একজন খাবারের প্যাকেট দিলেন, অবশ্য বসার জায়গা দিলেন না। তাদের অবশ্য দোষ নেই এ বিষয়ে, খাবার গাড়ির সবগুলো সিট বিক্রি হয়ে গেলে তাদের কি দোষ?

এক প্যাকেটের প্যাকেজ দেড়শত টাকা, একটি চিকেন, একটি কাটলেট, একটি পাউরুটি। সাথে নিলাম দশ টাকার চিনি ছাড়া লাল চা। এই টাকা দিয়ে নাস্তা খেয়েও বসার জায়গা পেলাম না বলে খারাপ লাগলেও আসলে খারাপ লাগল না। কারণ এইটা খারাপ লাগার জায়গা না। কারন এখানে খারাপ লাগলে, কারো কিছু আসে যায় না। কিছু বলতে নিশপিশ করছিল মন। কিন্তু সেই মুহূর্তে কথা বলার ইচ্ছা কিংবা আগ্রহ না থাকায় মনকে প্রবোধ দিলাম। তাই দাঁড়িয়ে নাস্তা শেষ করে একটা ছবি তুললাম। এইবার এইবার খুকু চোখ খুলল। হই হই রই রই করে এগিয়ে এলেন দায়িত্বরত কর্মকর্তা। জানতে চাইলেন ছবি তোলার কারণ। একজন ঘটনা বুঝতে পেরে তারস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, এই ভাইরে বসতে দাও। আরেকজনরে বললেন, নাস্তা দিছস, বসতে দিবি না? শালা, তোরা মানুষ না!

আমি জানি তিনি আর যাকে বকছেন দুজনেই একই মানুষ। শুধু চেহারাটা ভিন্ন। তাদের ভেতরের লোভ, তাদের ভেতরের মানুষ একই। তাই হেসে বললাম না ভাই, লাগবে না। আমি ছবিটা বাঁধাই করে রাখব বলে তুলেছি। একটা গল্প লিখব তাই। গল্পের কথা শুনে তাদের মন ভালো হয়ে গেল সম্ভবত। আপনি গল্প লিখেন ভাই? আমি বললাম, অল্প-স্বল্প লিখি। রেলওয়ের একজন বললেন, আপনার চুল দেইখাই বুঝছি। আমার বড় বাবড়ি টাইপ চুল এইক্ষেত্রে আমার স্বাক্ষী দিচ্ছে। বিষয়টা ভালো মনে হল। মাঝে মধ্যেই আমি আমার এই ঝাঁকড়া চুলের জন্য মানুষের অ্যাটেনশন পাই। খাবার বগির কোণার সিটে বসা তরুণী আড়চোখে তাকালেন আমার দিকে। উনি বই পড়ছিলেন, সাদত হোসাইনের সে এসে বসুক পাশে বা এই ধরনের কিছু একটা নাম। এক ঝলক দেখে এর চেয়ে বেশি ঠাহর করতে পারলাম না। মনে হল তিনি আমাকে চেনার চেষ্টা করছেন। আমার ধারণা সত্যি। তিনি ইশার করে বললেন,

- ভাইয়া, একটা কথা বলব?
- বলেন
- আপনি নয়ন আসাদ?
- জ্বি, কিছু মনে করবেন না। আমি আসলে আপনাকে চিনতে পারি নি।
- চিনবেন ক্যামনে, আপনার সাথেতো পরিচয় হয় নাই। আমার বাড়ি দেওয়ানগঞ্জ। আপনি বাহাদুরাবাদ ঘাট নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়েছেন না?
- জ্বি, সেখানেতো আমার ছবি নাই, কিভাবে চিনলেন?
- না, আপনি আমার ফেসবুকে ফ্রেন্ডলিস্টে আছেনতো।
- তাই নাকি, কি নাম আপনার?
- শিউলি, তবে ফেসবুকে অন্য নাম।
- ওহ, আচ্ছা।
- আপনার ইউটিউব চ্যানেলটিও আমি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছি। আপনার ভিডিওগুলো ভালো লাগে।
- ধন্যবাদ আপু। এটা আমার জন্য সারপ্রাইজ ছিল।

শিউলি আপা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। বাড়ি যমুনার তীরে। স্ট্যান্ডিং টিকেট নিয়েছেন। সিট না পেয়ে খাবার গাড়িতে এসে বসেছেন। দুইশত টাকা দিয়েছেন একজনকে। আমি বললাম, দেখেন আপা কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু-আধটু দুর্নীতি খুবই দরকারি। দেশে এইটুকু দুর্নীতি না থাকলে আপনি মহিলা মানুষ কি দাঁড়িয়ে যেতে পারতেন এতটা পথ? তিনি আমার সাথে একমত হলেন। ট্রেন ততক্ষণে গফরগাঁও স্টেশনে বিরতি দেওয়ার জন্য গতি কমিয়েছে।

আমি ফিরে এলাম 'ক' বগিতে। গফরগাঁও থামলে নেমে গেলেন ১৫ নাম্বার সিটের যাত্রী। আমি উঠে বসলাম। একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আসছেন। উনিও সিট পাননি। চিন্তা করলাম, আমার কি তাকে বসতে বলা উচিত? আমি ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত। এই যুক্তিতে তাকে বসতে বলার চিন্তা ঝেড়ে ফেললাম। ভাবলাম যদি সিট না পান তবে কিছুক্ষণ পরে বলে দেখব। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হল না। পাশের সিটে যাত্রী না থাকায় উনি বসলেন। মধ্যবয়সী ভদ্রমহিলা। ভীষন তাড়াহুড়ার তার চোখেমুখে। ট্রেনের সকেটে ফোন চার্জ করতে দিয়েছেন আমি বসতে গিয়ে ফোনটি পড়ে গেলেও তার মুখে বিরক্তি লক্ষ্য করলাম না। ফোনটি ভেঙ্গে যায়নি তাতেই আমি খুশি। কারণ আমার সরি বলাতে তার ফোন ঠিক হয়ে যেত না।

গফরগাঁও স্টেশনে থামার পর সিঙ্গারা, পুরি বিক্রেতারা ভীড় করেন। কখনো কখনো বেশ স্বাদের সিঙ্গারা খাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকলেও কখনো কখনো দেখেছি জঘন্য স্বাদের খাবারও। পানির বোতল বিক্রি করে ছোট বালিকারা। এক বোতল পাঁচ টাকা। একদিন কিনেছিলাম। আজ কিছুই কিনিনি। ভাজা পোঁড়া যথা সম্ভব এড়িয়ে যেতে হয় বলে।

ট্রেন চলছে। ধীরগতিতে। এমনিতেই লেট ট্রেন, আরও লেট করছে গতির কারণে। শুনেছিলাম রেলওয়েতে নাকি যে ট্রেনটি লেটের কবলে পড়ে তাকেই আরো ট্রেনকে সাইড দিয়ে যেতে হয় কারণ তার জন্য আরেকজনকে যাতে লেটে পড়তে না হয়। আউলিয়ানগর এসে থেমে গেল ট্রেন। স্টেশন থেকে দূরে। এক শিমুল গাছের নিচে। এই বসন্তে এই প্রথমবার শিমুল গাছের দেখা পেলাম। নিচে ছাগল ঝড়া ফুল খেতে ব্যস্ত।

কথায় জানা হল, পাশের ভদ্রমহিলার মা হাসপাতালে ভর্তি। তার দ্রুত পৌঁছার তাড়া ছিল। এজন্যই তিনি বাসে না এসে ট্রেনে এসেছেন, বাসে রাস্তায় জ্যাম হতে পারে ভেবে। ঢাকা থেকে জয়দেবপুর রাস্তায় যে পরিমাণ ভোগান্তি তা আমার জানা। তাই ট্রেনে উঠার তার সিদ্ধান্ত ভুল নয় এটা বলে তাকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা করলাম।

তিনি বারবার জানতে চাচ্ছেন, আর কতক্ষণ লাগতে পারে। আমি যতক্ষন লাগার কথা তারচেয়ে দশ মিনিট বেশি করে বলছিলাম যাতে তার আশা ভঙ্গ না হয়। কিন্তু ট্রেন আবার থেমে রইল ফাতেমা নগর রেলস্টেশনে।

ফাতেমা নগরে তিস্তা বিরতি দেয় না। একজন অ্যাটেনডেন্ট জানালেন, হাওর এক্সপ্রেস এর জন্য লেট হচ্ছে। আন্



৬ নং ভাটারা ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষ থেকে জেলা বিএনপির নব নির্বাচিত সভাপতি ফরিদুল কবির তালুকদার শামীমকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়

## সরিষাবাড়ীতে ফরিদুল কবির

কবির তালুকদার শামীমকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পোগলদিঘা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মামুনুর রশিদ ফকির এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রঞ্জু।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সরিষাবাড়ী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব আজিম উদ্দিন আহমদ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক আব্দুল মজিদ, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি সাকিবুল হাসান সুমন, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হাসান ফরহাদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ স্থানীয় সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, ফরিদুল কবির তালুকদার শামীম জেলা বিএনপির সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত।

আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

## নিপীড়ন-নির্যাতন-মামলা দিয়েও

নিয়েই তিনি এ সংগঠন গঠন করেছেন। গণঅভ্যুত্থানে যারা রক্ত দিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, জীবন দিয়েছেন, আহত হয়েছেন তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই এ সামাজিক ও মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে।

তিনি বলেন, শুধু জুলাই-আগস্ট মাসেই নয়, যারা খেলাধুলা, মেধাচর্চা কিংবা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, 'আমরা বিএনপি পরিবার' তাদের পাশে থেকেছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান অনুপ্রাণিত হয়েছেন সেই আদর্শ থেকে, যে আদর্শ তার বাবা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে সৃষ্টি করেছিলেন।

শহীদ জিয়ার প্রসঙ্গ টেনে রুহুল কবির রিজভী বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে যে জাতি তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, সে জাতি একসময় চাল রপ্তানি করেছিল এবং একটি শক্তিশালী জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারেক রহমান সেই রাষ্ট্রনায়কেরই সন্তান। শহীদ জিয়ার নেতৃত্বে যে দল বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল, সেই গণতন্ত্রকে হরণ করেছে হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ।

অনুষ্ঠান শেষে ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহত ১৬টি পরিবারের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা ও অটোরিকশা প্রদান করা হয়।

## বকশীগঞ্জে 'জুলাই পুনর্জাগরণ'

জুলেখা খাতুন, আজিজুর রহমান আকন্দ, বিথী বিশ্বাস, ফুরকান আলী, আব্দুল বাসেত, মোশাররফ হোসেন, হাফিজুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম ও সাংবাদিক মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা প্রমুখ।

প্রদর্শনীতে 'জুলাই পুনর্জাগরণ-২০২৫'-এর প্রেক্ষাপট, গুরুত্ব ও শিক্ষামূলক দিক শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

শিক্ষকরা বলেন, এ ধরনের প্রদর্শনী শিক্ষার্থীদের ইতিহাস-সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: আব্দুল মতিন বলেন, "বর্তমান প্রজন্মকে সঠিক ইতিহাস জানানোই আমাদের মূল লক্ষ্য। এই প্রামাণ্যচিত্র তাদের ভেতরে দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করবে।"

আয়োজন শেষে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অনুভূতি ব্যক্ত করে জানান, এমন আয়োজন তাদের চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছে।

## জামালপুর জেলা বিএনপির সাধারণ

ছাত্রদলের পক্ষ থেকে তাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। অভিনন্দন জানানোর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন–বিআইইউ ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুখলেছুর রহমান রুপক, প্রচার সম্পাদক মাসুদ রানা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মামুনসহ আরও অনেকে।

তারা বলেন, "এডভোকেট ওয়ারেস আলী মামুন টানা চারবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে প্রমাণ করেছেন যে নেতাকর্মীরা তার নেতৃত্বের উপর আস্থা রাখেন। তিনি আমাদের অভিভাবক ও অনুপ্রেরণা।"

## ছাত্রলীগ নেতার বিরুদ্ধে সাবেক

মামলার বিষয়ে জানতে চাইলে মুক্তকালকে বলেন, চারজন পরিচালকের সমন্বয়ে সবুজ কুড়ি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির নামে প্রতিষ্ঠিত যৌথ কারবারি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়ে আসছিল। পরিচালকগণের মধ্যে গ্রাহকদের থেকে নেওয়া টাকার পরিমাণ মমিনুর রহমান(গোপালপুর) এর ৯৮ লাখ, মোখলেছ (গোদাশিমুলিয়া) এর ১৫ লাখ ৮০ হাজার, রাজু মিয়া(চরগোপালপুর)এর ২৩ লাখ ৭ হাজার এবং ফরিদ হোসেন (বাগলের গড়,মিলন বাজার) এর ১৩ লাখ ৬৭ হাজার। মাদারগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে গ্রাহকদের অসন্তুষ্টি চরমে উঠলে অন্যান্য সমবায় সমিতির মত সবুজ কুড়ি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির সকল কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিজ নিজ গ্রাহকদের আনুপাতিক প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার স্বার্থে গ্রাহকদের টাকায় ক্রয়কৃত জমির ৫১ শতাংশ মমিনুর রহমান, ৬.৫৩ শতাংশ মোখলেছ, ৮.৭৫ শতাংশ রাজু মিয়া এবং ৪.৫ শতাংশ ফরিদ মিয়ার নামে বন্টন করে নেয়। শর্ত থাকে যে,পরিচালকগণ নিজেদের প্রচেষ্টায় বন্টনকৃত জমি বিক্রি করে নিজ নিজ গ্রাহকের টাকা পরিশোধ করবো। কিন্তু তিনজন পরিচালক সিদ্ধান্ত অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও মোখলেছ তা মানতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তার গ্রাহকের অংশের নগদ টাকা না দিলে দেখে নেওয়ার হুমকী দেন। বিবাদী মমিনুর রহমান সাপ্তাহিক মুক্তকালকে আরও বলেন, ২০২৪ সালের ১৪ জুলাই সকাল আনুমানিক ১০ থেকে ১১ টার মধ্য সবুজ কুড়ি কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতির পরিচালক মোখলেছসহ আরও কয়েকজন তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আসে এবং তার গ্রাহকদের অংশের ১৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা দাবি করেন। মমিন অপারগতা প্রকাশ করে জমি বন্টনের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অনুরোধ করলে মোখলেছসহ তার সাথে আসা কয়েকজন জোর পূর্বক মমিনের ক্যাশে থাকা যমুনা ব্যাংক (হিসাব নং-১৫৫-০৩১০০০০৯১৮,পাতা নং-৭১৭২২৪৪) মাদারগঞ্জ শাখার ব্ল্যাংক চেকে এবং তাদের সাথে নিয়ে আসা ষ্ট্যাম্পে জোর পূর্বক মমিনের স্বাক্ষর গ্রহন করে এবং তা ভিডিও ধারণ করে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে। তিনি আরও জানান, "উপায়ান্ত না পেয়ে আমি ২০২৪ সালের ২৫ জুলাই মাদারগঞ্জ মডেল থানায় গিয়ে চেক হারিয়েছে মর্মে সাধারণ ডায়েরী করি যা মাদারগঞ্জ মডেল থানার জিডি নং-৭৩৪। উক্ত জিডির কপি ব্যাংকে জমা দিতে হবে মর্মে বিষয়টি আমার জ্ঞাত না থাকার সুযোগ নিয়ে ২০২৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী যমুনা ব্যাংক, মাদারগঞ্জ শাখা থেকে চেক ডিজঅনার করেন এবং ৯ই ফেব্রুয়ারী আমাকে আইনী নোটিশ পাঠায়।" মমিন আরও জানান, ''১৯ মার্চ মামলা হলে সম্মানের কথা চিন্তা করে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনুরোধ করি বিষয়টি মীমাংসা করার জন্য। গত জুন মাসে জামালপুর শহরস্থ এক বাসায় বিষয়টা সুরাহার জন্য উভয় পক্ষ বসলে শালিশদারগণ আমাদের উভয় পক্ষের আলোচনা শুনেন। উভয়ের যুক্তিতর্ক শুনে মোট ১৫ লাখ টাকার মধ্যে ১০ লাখ টাকার জমি কওলা এবং অবশিষ্ট টাকা থেকে প্রতি মাসে পাঁচহাজার টাকা হারে কিস্তিতে পরিশোধের মৌখিক সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বন্ধ করে মামলা তুলে নেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাদের সিদ্ধান্ত অমান্য করে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার মাধ্যমে আমাকে গ্রেপ্তার করান। শুক্রবার নিয়মিত কোর্ট না চলায় স্পেশাল বেঞ্চে আমার আইনজীবী জামিনের আবেদন করলে জামিন মঞ্জুর করেন।''

জোর করে চেকে ও স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর নেওয়ার অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে মামলার বাদী মোখলেছ মুক্তকালকে বলেন, '' জোর করে স্বাক্ষর নেয়নি বরং মমিন স্বেচ্ছায় দিয়েছেন।" তার মোট দাবিকৃত টাকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ব্যবসায়িক পার্টনার হিসেবে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ১২ লাখ টাকা এবং আত্মীয়স্বজনদের থেকে ১৮ লাখসহ মোট ৩০ লাখ টাকা দিয়েছি। তিনি বলেন, ''আমি কোন পার্টনার ছিলাম না।" আমি তাদের সমিতিতে চাকুরি করেছি। সালিশি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি সালিশ হয়েছে মর্মে তথ্য স্বীকার করেন এবং ১০ লাখ টাকার জমি কওলা ও কিছু গ্রাহকদের নগদ টাকাসহ প্রতি মাসে ৫০০০ হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল বলে জানান। তবে তার নিকট বিবাদীর স্বাক্ষর নেওয়া স্ট্যাম্প আছে বলে জানান । কত টাকা নিয়ে আপোষ হতে চান জানতে চাইলে তিনি বলেন, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বসে যে সিদ্ধান্ত দেবেন সে তা মেনে নেবে।

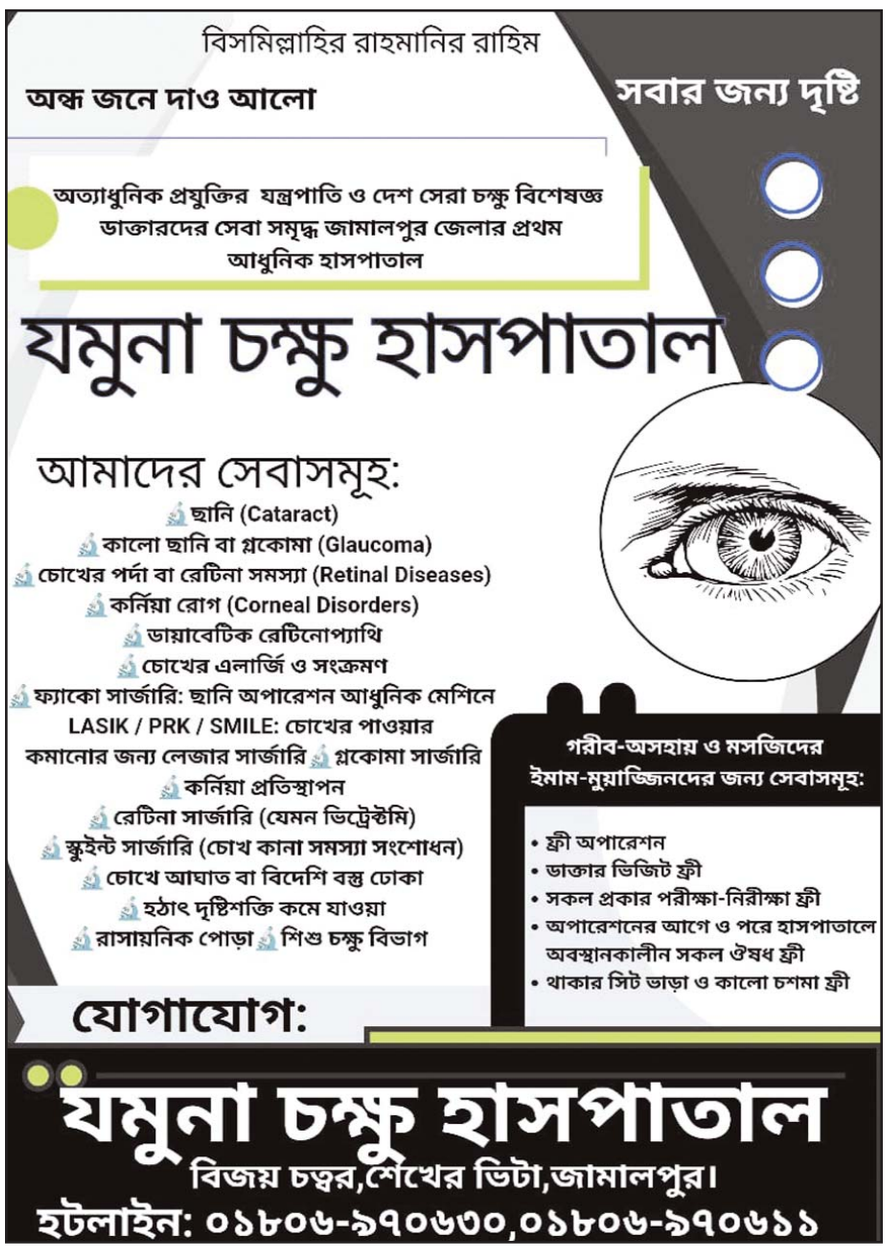
শালিসী বৈঠকের সদস্য মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর কাছে বিরোধের কারন ও বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি মুক্তকালকে বলেন,ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বে টাকা আদায়ের কৌশল হিসেবে বাদী চেক ডিজঅনার মামলাটি করেছেন। তিনি বলেন,আমরা শালিসে বিষয়টি মীমাংসা করে দিয়েছিলাম। সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিবাদী মমিনুর রহমান, বাদী মোখলেছকে ১০ লাখ টাকার জমি কওলা ও প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা হারে অবশিষ্ট ৫ লাখ টাকা দেওয়ার কথা। বাদীর দাবিকৃত ৩০ লাখ টাকার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ৩০ লাখ টাকার দাবির বিষয়টি ভূয়া, ব্ল্যাংক চেকে ইচ্ছামত ৩০ লাখ বসিয়ে তিনি মামলাটি করেছেন। জিন্নাহ আরও বলেন, ''সমিতির পরিচালক ছিলেন মোট ৪ জন বিধায় লোকসানের ভার সকলকে সমান নিতে হবে। মীমাংসিত বিষয়টি এতোদূর আসার কথা ছিল না। ২৮ আগষ্ট (বৃহস্পতিবার) বিবাদী গ্রেফতার হওয়ার পর থানা হেফাজতে থাকাকালীন উভয় পক্ষের সাথে যোগাযোগ করি এবং বাদী পক্ষকে(মোখলেছ), বিবাদী পক্ষের সামর্থ অনুযায়ী নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং সেদিনই ১০ লাখ টাকার জমি লেখে দেওয়ার প্রস্তাব করলে বাদী পক্ষ পরের দিন (শুক্রবার) তা প্রত্যাখান করে আদালতের মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান চান মর্মে জানান।''

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাদারগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো: সাইফুল্লাহ সাইফ জানান, চেক ডিজঅনার মামলায় মমিনুর রহমানের বিরোধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকায় তাকে বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে শুক্রবার দুপুরে মমিনুর রহমানকে আদালতে পাঠানো হলে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন।

## জামালপুরে জেলা জামায়াতের

করে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে দলীয় প্রতীক দাঁড়ি পাল্লার পক্ষে প্রচারণা চালান নেতাকর্মীরা। তাঁরা বলেন, "আমরা সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজ মুক্ত একটি ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছি।চ গণসংযোগ শেষে শহরের পাঁচরাস্তার মোড়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা আব্দুস সাত্তার বলেন, "আমরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েমের লক্ষ্যে কাজ করছি। আপনাদের দোয়া ও সহযোগীতায় আমরা একটি কল্যাণকর দেশ গঠনে সমর্থ হবো"

## জাবিপ্রবিতে ইইই বিভাগের নবীনবরণ




বিকালে ইইই বিভাগের চেয়ারম্যান মো. সিজার রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন এবং প্রভাষক মো. মাহফুজুল হক ও মো. আমিমুল ইহসান।

বক্তারা শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, নৈতিকতা ও মানবিক গুণাবলির বিকাশের মাধ্যমে সুনাগরিক ও দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। এসময় কেক কেটে নবীনদের আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রবীণ শিক্ষার্থীরা অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য দেন, আর নবীন শিক্ষার্থীরাও নিজেদের অনুভূতি ও প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

দিনব্যাপী আয়োজিত এ নবীনবরণ শেষে বিকেলে মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিক্ষার্থী বৃষ্টি রানী ঘোষ ও মো. জিহাদ।

এ সময় প্রবীণ শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম ইরফান, আলিম হোসেন সালমান, উমর ফারুক ও আশিকুজ্জামান বক্তব্য রাখেন।

## নকলায় বিএনপির ২৪ কর্মীর

উপস্থিতিতেই বিএনপি থেকে আসা ২৪ জন আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে যোগ দেন।

যোগদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন–ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক সোহেল রানা, মো. ইসমাইল, জাহিদুল ইসলাম, ইলিয়াস মিয়া, মো. মানিকুল, মো. ফারুক, মো. মামুন, মো. হাসান, মো. সাগর মিয়া, নোনা মিয়া, মো. রাকিবুল হাসান, ইবনে আনাজ, শফিকুল ইসলাম, সরাফাত মিয়া, হায়তুলা, মো. সেকান্দর আলী, মুসুদ, রফিকুল ইসলাম, মো. সিদ্দিক, মিলু মিয়া, মো. সেলিম মিয়া, মো. জাহিদুল ইসলাম এবং মো. মোখন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন জামায়াতের সভাপতি খাদিমুল ইসলাম এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো. এরশাদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নকলা পৌর জামায়াতের সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবির, ইউনিয়ন জামায়াতের সহ-সভাপতি মো. সাইদুর রহমানসহ স্থানীয় নেতারা।

ফয়জুর রহমান ফিরোজ নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, "আপনারা জামায়াতে যোগ দিয়ে ইসলামী আদর্শভিত্তিক দলে যুক্ত হয়েছেন। তবে কেবল যোগদান নয়–আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আখিরাতের মুক্তির লক্ষ্যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান মেনে চলতে হবে এবং নিজেকে একজন আদর্শিক দায়ী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।"

যোগদানকারীরা জানান, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং জামায়াতের দেশপ্রেমমূলক কার্যক্রম তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। তারা বিশ্বাস করেন, জামায়াতের নেতৃত্ব দেশ ও জাতির জন্য ইতিবাচক অবদান রাখবে। তাদের মতে, বর্তমান সময়ে জামায়াতই একমাত্র রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম যা জনগণের আস্থার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামী নকলা উপজেলা আমীর গোলাম সারোয়ার বলেন, "প্রায় দুই মাস আগে থেকেই তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। আমরা তাদের কিছু বই পড়ার সুযোগ দিই। সংগঠনের নীতি-কাঠামো ভালোভাবে জানার পর তারা সহযোগী সদস্য হিসেবে যোগ দেন। আমাদের কাঠামো অনুযায়ী প্রথমে সহযোগী সদস্য, পরে কর্মী এবং সর্বশেষ রোকন করা হয়। বর্তমানে তারা প্রাথমিক ধাপে রয়েছেন, আশা করছি দ্রুতই কর্মী হিসেবে উন্নীত হবেন।"

## সরিষাবাড়ীতে জামায়াতের রুকন

মাওঃ মুহাম্মদ মনির উদ্দীন এর সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও জেলা আমীর মাওঃ আব্দুস সাত্তার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও জেলা সেক্রেটারী আলহাজ্ব এড. মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল, জেলা সিনিয়র সহকারী সেক্রেটারী মাওঃ নুরুল হক জামালী।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় আপনারা অনবদ্য আন্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলন দূর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি কল্যাণকর ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে আপনাদের আরো বেশী ত্যাগ তিতিক্ষা প্রয়োজন। আগামী জাতীয় নির্বাচনে কুরআনের শাসন কায়েমে আরো তীব্র গতিতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহবান জানাই।

## শেরপুরে পলিটেকনিক ভর্তি

সকালে শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে এ হেল্প ডেস্ক বসানো হয়।

ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে হেল্প ডেস্ক থেকে পানি, কলম ও স্যালাইন সরবরাহ করা হয়। এতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেবা গ্রহণ করে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন শেরপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি সামিউল হাসান সানি, শাখার দায়িত্বশীল মমিন আকন্দসহ শাখার অন্যান্য কর্মীরা।

সভাপতি সামিউল হাসান সানি বলেন, "আমরা সবসময় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার চেষ্টা করি। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা যেন কোনো ধরনের ভোগান্তিতে না পড়ে, সেজন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও ছাত্রশিবির শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করে যাবে।"

## মাদারগঞ্জে এলাকার উন্নয়নের

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এ কে এম ইহসানুল হক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদারগঞ্জ পৌর শাখা জামায়াতে ইসলামীর আমির আতিকুর রহমান সেলিম, হলি মিশন শিক্ষা পরিবারের চেয়ারম্যান আবু সাইম, মাদারগঞ্জ পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি শরিফুল ইসলাম, মেলান্দহ পৌর জামায়াতের সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ, মেলান্দহ বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি রেজাউল করিম, ৬ নং আদারভিটা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির আনিসুল হক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তি জাকিরুল হক মিন্টু সহ আরো অনেকে।

সমাবেশে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সমাজসেবকসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা এলাকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, কৃষি ও যুব উন্নয়নসহ বিভিন্ন খাতে চলমান সমস্যা তুলে ধরেন, বিশেষ করে চর গোলাবাড়ি ব্রীজ সহ আরো কয়েকটি ব্রীজ ও মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ এবং তা সমাধানে একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি পাটাদহ কয়ড়া হাইস্কুলের পুকুর ভরাট করে খেলার মাঠ তৈরি করার কথাও আলোচনা হয়।

বক্তারা বলেন, উন্নত সমাজ গড়তে সবাইকে নিজেদের অবস্থান থেকে সচেতন হতে হবে। এলাকার উন্নয়ন কেবল সরকারের উপর নির্ভর করে নয়, বরং জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া তা সম্ভব নয়। বিগত সরকারের আমলে উন্নয়নের ফাকা বুলি বললেও ৫ নং ইউনিয়নে কোন উন্নয়ন করেনি। দীর্ঘ ২৫ বছরেও চর গোলাবাড়ি ব্রীজ এখনো হয়নি। আশা করা যায় অচিরেই এই গ্রামের মানুষ প্রকৃত উন্নয়ন দেখতে পাবে ইনশাআল্লাহ।

সুধী সমাবেশে উপস্থিত অতিথিরা অচিরেই এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কার, শিক্ষার মানোন্নয়ন, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান ও আধুনিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ৫ নং ইউনিয়ন জামায়াতের আমির অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস চর গোলাবাড়ির জনগণের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি একেএম ইহসানুল হক, সাবেক সচিবকে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন।

## সরিষাবাড়ীতে ডিঙ্গি নৌকাবাইচ

রানার্সআপ হয় মরহুম ফজর আলী শেখ্-এর দল, ধানাটা। এ সময় বিপুল সংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি দেখা যায়।

প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাপক ব্যবসায়ী আনোয়ার হোসেন জানান, গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতেই এই উদ্যোগ। চর ধানাটা যুব সমাজ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সফলভাবে নৌকাবাইচ সমাপ্ত করেছে। সমাজকে মাদকসহ অসামাজিক কার্যক্রম থেকে দূরে রাখতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের সুস্থ বিনোদনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

## জাবিপ্রবির 'জুলাই স্মৃতি ফুটবল'

সমাজকর্ম বিভাগ খেলবে গণিত বিভাগের বিপক্ষে।

টুর্নামেন্টটি শুরু হয়েছিল গত ১৫ জুলাই, ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের ম্যাচ দিয়ে। টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব শেষ হয় গণিত এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের মধ্যকার ম্যাচের মধ্য দিয়ে।

এ বিষয়ে ক্রীড়া দপ্তরের উপ-পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ড. সৈয়দ নাজমুল হুদা নিশ্চিত করেছেন, "দুই গ্রুপ থেকে চারটি দল সেমিফাইনালে উঠেছে। খেলাগুলো সুন্দর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।"

## বিভিন্ন এজেন্সি থেকে জঙ্গি লিস্ট দিয়ে বলা হতো 'ছাড়া যাবে না': আসিফ নজরুল

**স্টাফ রিপোর্টার :** আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, 'সব সময় একজন মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার এখানে কত অ্যাম্বেসি আসে যে আমি আপনাদের বোঝাতে পারবো না। কেন উনি মুক্তি পেলো? সে তো জঙ্গি ছিল। আমাদের বিভিন্ন বাহিনীতে এজেন্সির পক্ষ থেকে জঙ্গি লিস্ট দেওয়া হতো, এদের ছাড়া যাবে না। সেজন্য আমরা রাজনৈতিক হয়রানি মামলাগুলো দ্রুত করে যাচ্ছি। সেটা যেন আটকে না থাকে।' গতকাল শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে 'জবাবদিহিতার পথে: গুমের শিকারদের স্মরণে দিন' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। কমিশন অব ইনকোয়ারি অন এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সস (সিআইইডি) এবং জাতিসংঘের হাইকমিশনার ফর হিউম্যান রাইটস (ওএইচসিএইচআর) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। আলোচনা সভায় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি তাজুল ইসলাম, গুম কমিশনের সদস্য নাবিলা ইদ্রিস, ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান প্রমুখ। ড. আসিফ নজরুল বলেন, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রায় ১৯ হাজারের বেশি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখানে আমরা যখন মামলা প্রত্যাহার করতে গেলাম, আমাদের কাছে বিভিন্ন অংশীজনরা বললেন 'সন্ত্রাসী এবং জঙ্গি মামলা' হরেদরেভাবে যেন প্রত্যাহার না করি। তাদের আশঙ্কা হচ্ছে, ধরেন ১০০ জনকে 'জঙ্গি' হিসেবে তকমা দেওয়া হয়, তার মধ্যে দেখা জায় ৫ থেকে ১০ জন সত্যি জঙ্গি। আর বাকি ৯০ জনই আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট সরকারের মিথ্যাচারের জঙ্গি।" তিনি বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম সন্ত্রাসবিরোধী আইন এবং হত্যাকাণ্ড মামলা পরে ধরবো, কিন্তু গুম কমিশন থেকে মামলার তালিকা দিলে যেদিন দেওয়া হবে সেদিন কাজ শুরু হবে। আমাদের লোক দিয়ে দেবো সেই মামলাগুলো প্রত্যাহার করার জন্য। এটা খুব কনফিডেন্টলি করতে হবে। একটা যদি ভুলে প্রত্যাহার করা হয়, তাহলে চাপ আসবে, বলবে - জঙ্গি ছেড়ে দিচ্ছি আমরা।' আসিফ নজরুল বলেন, 'আমরা গুম প্রতিরোধের খসড়া আইন খুব তাড়াতাড়ি করে করেছি, কারণ গুম প্রতিরোধ দিবস ছিল। আমরা সবাইকে নিয়ে বসবো আইনটি নিয়ে আলোচনা করতে। আমরা তারিখের দিকে তাকিয়ে করেছি, তবে এটা চূড়ান্ত আইন না। আমাদের নজীর আছে যে, ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন নীতিগত অনুমোদন পাওয়ার পর দেড় দুই মাস ধরে আলোচনা হয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা গুম কমিশনের ৯০ শতাংশ সুপারিশ রেখেছি। জাতিসংঘ থেকে যেসব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেগুলোর কিছু জিনিস আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে রাখা সম্ভব না। তবে কিছু জিনিস বিবেচনার সুযোগ আছে। সেটা আমরা খুব দায়িত্বের সঙ্গে আলোচনা করবো, সে